CINEMA
নিউজ 2 | গসিপ 3
ফিচার 4 | স্টার টক 5

SPORTS
গসিপ 6 | ফিচার 7
স্টার টক 8

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৯ জুন ২০১৭

বিনোদন

বিনোদনের ক্রোড়পত্র

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

তিনের পাতায়

মাঝরাত পর্যন্ত একসঙ্গে মিটিং, না অন্য কিছু...

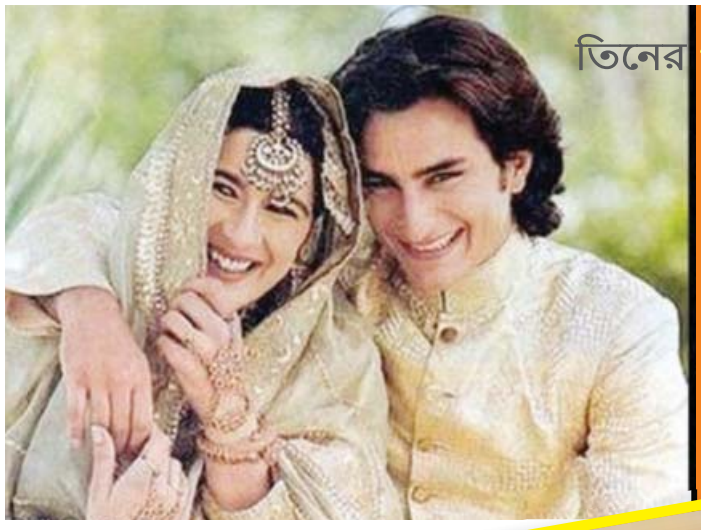

তিনের পাতায়

অমৃতা-সইফ কিস্‌সা

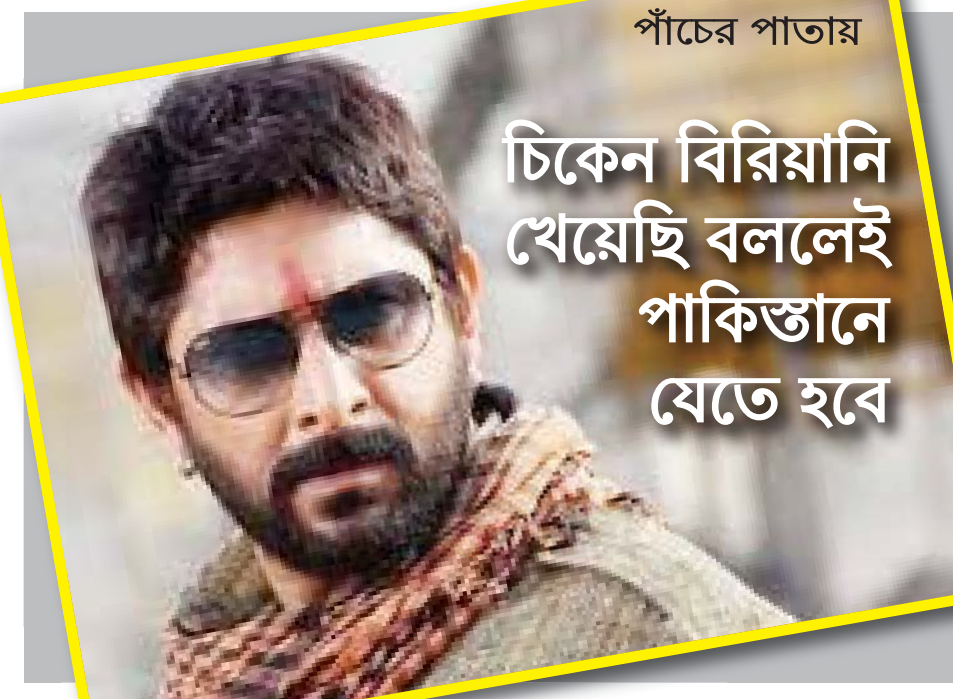

পাঁচের পাতায়

চিকেন বিরিয়ানি খেয়েছি বললেই পাকিস্তানে যেতে হবে

ছয়ের পাতায়

চুটিয়ে প্রেম করছেন ভুবনেশ্বর

সাতের পাতায়

হোটেলের ওয়েটার এখন আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য

যুগশঙ্খ
SUPPLI
শুক্রবার, ৯ জুন ২০১৭

টিভিতে
বাংলা সিরিয়াল

স্টার জলসা

১৭.৩০ মায়ার বাঁধন
১৮.০০ কুন্দফুলের মালা
১৮.৩০ পটলকুমার গানওয়ালা
১৯.০০ কুসুম দোলা
১৯.৩০ কে আপন কে পর
২০.০০ অগ্নিজল
২০.৩০ স্বপ্ন উড়ান
২১.০০ মিলন তিথি
২১.৩০ ভজ গৌরাঙ্গ
২২.০০ রাখী বন্ধন

মঞ্চে দেখা যাবে কিংকংকে

এক বিশালাকার বনমানুষ এবার মঞ্চে আসতে চলেছে। সাবধান। কেউ ভয় পাবেন না কিন্তু। তবে কে এই বনমানুষ? কিংকং নয়তো? হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। গভীর বনের মধ্যে একচেটিয়া রাজত্ব করা কিংকং এবার মঞ্চে পা রাখতে চলেছে। আগামী বছর অক্টোবরের মধ্যে কিংকং মিউজিক্যাল আসতে চলেছে ব্রডওয়েতে। পুরনো উপন্যাস থেকেই মিউজিক্যালের গল্প রচনা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এই উপন্যাস ধরেই ১৯৩৩ সালে চিত্রনাট্য রচনা করেন মেরিয়ান সি কুপার আর এডগার ওয়ালেস। আর এবার সেই আঙ্গিকেই নাটকের স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন নাট্যকার জ্যাক থ্রোন। তিনি এর আগে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য কার্সড চাইল্ড'-এর স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন। তাঁর লেখা অসম্ভব ভালো স্ক্রিপ্টের জন্য তিনি অলিভিয়ার পুরস্কার নিজের ঝুলিতে পোড়েন।

কিংকং নাটকের পরিচালনা ও কোরিওগ্রাফের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তিনিও অলিভিয়ার অ্যাওয়ার্ড জয়ী ড্রিউ ম্যাকোনি। মিউজিক্যাল প্রোডাকশন আর মিউজিক থাকবে না তা কি করে হয়। এখানে মিউজিকের ব্যবহার অনেকখানি তা বলাই বাহুল্য। সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে মরিস ডি ভ্রাইস। এর আগে তিনি 'লা লা ল্যান্ড', 'মুলা রুজ', 'রোমিও ও জুলিয়েট'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ছবিতে সুরের জোগান দিয়েছিলেন।

নিজের পরিচালনার প্রথম ছবি 'তেজু'-তে ৮০ বছরের বৃদ্ধা কঙ্গনা

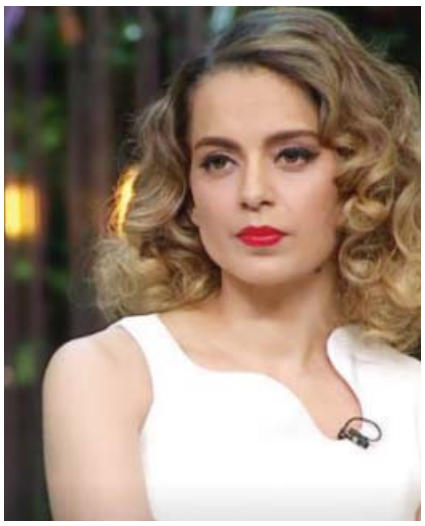

বলিউডের কুইন কঙ্গনা রানাউত মানেই যেন বিতর্ক। নিজেকে এইভাবেই আরও জনপ্রিয় করে তুলছেন তিনি। সেই সঙ্গে রোজ রোজ নয়া চমক। ব্যক্তিজীবন থেকে পেশাদারি-জীবন— সর্বত্রই নানা কারণে সংবাদ শিরোনামে থাকার জন্য মুখিয়ে থাকেন তিনি। এবার দর্শকদের জন্যে আরও এক নয়া অবতারে হাজির হচ্ছেন এই বলিউডি নায়িকা। আর তা হল তাঁর ক্যামেরার পিছনের অবতার।

হ্যাঁ, পরিচালনায় আসছেন কঙ্গনা। আর নিজের পরিচালনায় ক্যামেরার সামনেও থাকবেন তিনিই। কিন্তু না, এখানেই চমকের শেষ নয়। পরিচালক কঙ্গনার প্রথম ছবিতেই খোদ কঙ্গনাকে দেখা যাবে এক ৮০ বছরের বৃদ্ধার চরিত্রে। এটাই সবচেয়ে বড় চমক। ব্যক্তিগত জীবনে কঙ্গনা একজন সাহসী, প্রাণবন্ত, যৌবনোচ্ছল নারী। তাঁর পরিচালিত এই প্রথম ছবির নাম 'তেজু'।

বিষয়টি নিয়ে নিজেই খোলসা করে জানিয়েছেন কঙ্গনা। তিনি জানান, ছবিটির কাহিনি নশ্বরতাকে কেন্দ্র করে এগোবে। তবে ছবিতে কোনও মন খারাপ করা বিষয় দেখানো হবে না। প্রতিটি মানুষই জীবনে বিভিন্ন সময় নানা বিষয়ের সম্মুখীন হন। সেই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে ঘোরে একাধিক প্রশ্নও। সেগুলোই হালকা চালে ছবিতে দেখানো হবে।

ছবিটির চিত্রনাট্যও লিখছেন কঙ্গনা। প্রযোজনাও করবে অভিনেত্রীর প্রযোজনা সংস্থা মণিকর্ণিকা ফিল্মস।

প্রকাশ পেল এ যুগের অভিমন্যুর কথা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজই মুক্তি পেল পরিচালক গোপাল বসুর কাহিনিচিত্র 'স্বপ্ন শিশির'। এই ছবিতে বর্তমান যুগের যুবসমাজ কীভাবে নানা রকম সামাজিক বেড়াজালে আটকে পড়ছে তাই তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ একজন তরুণ যার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে, সে কীভাবে চক্রব্যূহের জালে ঢুকে পড়ে এবং তারপর তার জীবনে নানারকম উত্থান-পতন ঘটতে থাকে সেগুলোই দেখানো হয়েছে। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মীরাক্কেলের পরিচিত মুখ ভিকি। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সৌম ঘোষ। সিনেমার বেশির ভাগ শ্যুটিং হয়েছে পুরুলিয়াতে। ছবিতে খুব সুন্দর ভাবে ছৌ নাচ, মাঝি নাচ ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন কল্যাণ সেন বরাট। পরিচালক গোপাল বসুর কথায়, ছবিটি তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবি না হলেও দর্শকদের ছবিটা ভালো লাগবে। তবে ছবিতে ভালোবাসার ছোঁয়া রয়েছে। এখানে প্রত্যেকেই খুব পরিশ্রম করে কাজ করেছেন বলে জানান তিনি। অর্জুন পুত্র অভিমন্যুর চক্রব্যূহের জাল থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা জানা ছিল না, কিন্তু এ যুগের অভিমন্যু কি পারবে নিজেকে চক্রব্যূহের জাল থেকে বের করে আনতে? জানতে হলে অবশ্যই দেখুন সিনেমাটি।

হলিউডে ধনুষ

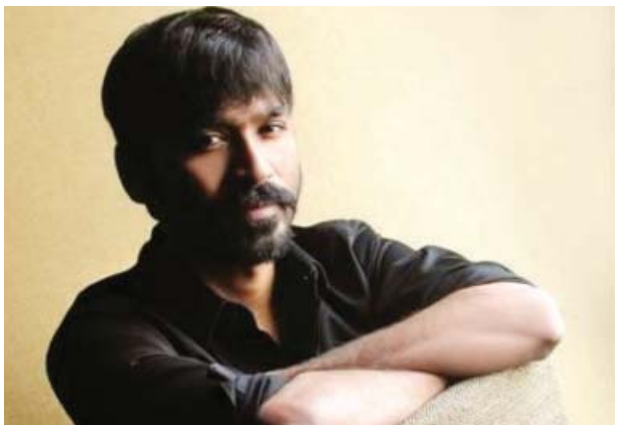

এবার হলিউডে পা রাখলেন ধনুষ। দক্ষিণ ভারতীয় ছবির হাত ধরে তাঁর উত্থান। মুম্বইয়ে তাঁর প্রথম হলিউডি ছবি 'একস্ট্রা অর্ডিনারি জার্নি অব দ্য ফকির'-এর শুটিং শুরু করলেন তিনি। পরিচালক কেন স্কটরম্যা পিউরতোলার লেখা বই 'একস্ট্রা অর্ডিনারি জার্নি অব দ্য ফকির' 'হু গট ট্র্যাপড ইন অ্যান আইকিএ ওয়ার্ডরোব' গল্পের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে হলিউডি সিনেমাটি। তিনটে মহাদেশের প্রযোজনায় তৈরি এই ছবির শুটিং হবে মুম্বই, ব্রাসেলস, রোম এবং প্যারিসে। প্রায় ১৫টি দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করছেন। ছবিটি বানানো হয়েছে বিরাট ক্যানভাসে। যা বলবে একটা সর্বজনীন অনুভূতির গল্প। আর এই ধরনের বিগ বাজেটের ছবিতে কাজ করতে পেরে স্বভাবতই খুশি ধনুষ। তিনি জানালেন, এটা তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক কাজ। আর প্রথমেই এত গুণী মানুষের সঙ্গে তিনি কাজ করবেন সেটা ভেবেই উত্তেজিত তিনি। এই ছবিতে ধনুষের সঙ্গে কাজ করছেন অস্কারজয়ী দ্য আর্টিস্টের বেরেনিসে বেজো। ছবির সংগীতে রয়েছেন নিকোলাস এরেরা। রয়েছেন অমিত ত্রিবেদি। যিনি এই ছবির জন্য দুটো হিন্দি গান কম্পোজ করেছেন।

আজ শুভমুক্তি

CINEক্যুইজ

'যুগশঙ্খ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চলছে এই জমজমাট সিনে-ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন jugasankha.supplement@gmail.com আইডি-তেও।

পাশের ছবিটি এমন এক কৌতুক অভিনেতার যিনি পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে বাংলা ছবিকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। 'ভ্রান্তিবিলাস', 'মধুমালতী' তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। আর এঁর মুখের 'মাসিমা মালপো খামু' তো রীতিমতো প্রবাদ হয়ে গেছে। তাঁর পুত্রও টলিউডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। **কে এই অভিনেতা জবাব দিন আগামী ২৬ জুনের মধ্যে।**

সিনে ক্যুইজ, জাস্ট বিনোদন
যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা ৭০০১০৭

ছুটির ফাঁদে সাপ্লিতে প্রতি বুধবার **পুজো স্পেশাল ট্রাভেল গাইড**

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৯ জুন ২০১৭

মাঝরাত পর্যন্ত একসঙ্গে শ্রদ্ধা-ফারহান, মিটিং, না অন্য কিছু?

কিছুদিন আগেই শ্রদ্ধা কাপুর এবং ফারহান আখতারের সম্পর্ক নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। এতটাই কথা হচ্ছিল যে শ্রদ্ধার বাবা শক্তি কাপুরকে মঞ্চে নামতে হয়। ফের একবার দু'জনকে নিয়ে শোনা গেল মশালাদার গল্প। গভীর রাত পর্যন্ত নাকি তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন। শোনা যাচ্ছে মিটিং করছিলেন। ব্যাপারটা আদৌ কি মিটিং? শ্রদ্ধা কাপুর এবং ফারহান আখতারের ব্যক্তিগত রসায়নটা কি বন্ধুত্বের থেকে বেশি কিছু? নাহ্! প্রকাশ্যে এ-কথা স্বীকার করেননি কেউই। বরং শ্রদ্ধা তো জোর গলায় বন্ধুত্বের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। কিন্তু বলি-মহলের অন্দরের খবর অন্য কথা বলছে। কী সেটা?

ইন্ডাস্ট্রির জল্পনা, শ্রদ্ধা পর্দার 'হাফ গার্লফ্রেন্ড' হলেও ফারহানের জীবনে 'গার্লফ্রেন্ড'। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই তারকার কমনফ্রেন্ড জানিয়েছেন, ইদানীং একে অপরের বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন দুই তারকা। দিন কয়েক আগেই নাকি অনেক রাত পর্যন্ত একত্রে মিটিং করেছেন শ্রদ্ধা-ফারহান। তবে সেই মিটিংয়ে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ্যে আসেনি।

CINEMA গসিপ

লাইমলাইটে আসার চেষ্টায়...

সাফল্যের দোড়গোড়ায় পৌঁছতে গেলে পরিশ্রম করতেই হয়। তবে বি-টাউনের বেশ কিছু অভিনেত্রী আছেন যাঁরা এই উক্তি বিশ্বাসই করেন না। লাইমলাইটে আসতে বহু বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন। আর তাতে হয়তো প্রচারের আলোয় আসেন, তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য। এমনই কিছু অভিনেত্রী হলেন:

মল্লিকা শেরাওয়াত: এই অভিনেত্রী নানান মন্তব্যের জেরে প্রচারের আলোয় এসেছেন বহুবার। তবে তাঁর মন্তব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তিনি বলে বসেন যে আমিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যে কিনা পর্দায় বিকিনিও পরেছে এবং চুমুও খেয়েছে।

রাখি সাওয়ান্ত: রাখিকে নিয়ে যাই বলা হোক না কেন তা তাঁর ইমেজের থেকে কম হবে। মিকার সঙ্গে চুম্বনের বিতর্ক থেকে রাজনীতি। সানি লিওনকে অপছন্দ থেকে এমএমএস স্ক্যান্ডাল— কোনও কিছুতেই বিতর্ক তাঁর পিছন ছাড়েনি।

শার্লিন চোপড়া: ধর্ষণের বিষয়ে তাঁর আলটপকা মন্তব্য তাঁকে লাইমলাইটে নিয়ে আসে। তিনি বলেছিলেন, তাঁকে ধর্ষণের ফলে যদি অন্য মহিলাদের ধর্ষণ বন্ধ হয়, তাহলে তিনি নাকি ধর্ষণ হতে রাজি আছেন। খুল্লামখুল্লা কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তিনি। তাই অকপটে স্বীকার করে ফেলেছিলেন টাকার বিনিময়ে বিছানায় শুয়েছেন তিনি। তবে কাদের সঙ্গে বিছানা শেয়ার করেছেন তা তাঁর মনে নেই।

পুনম পাণ্ডে: টিম ইন্ডিয়া জিতলে আমি স্ট্রিপ করব। এমনই এক মন্তব্য করে প্রচারের আলোয় চলে আসেন পুনম। বড়দিনের জিঙ্গল বেল গানে স্ট্রিপ কিংবা নিয়ম মেনে হোলিতে পোশাক খোলা এটা পুনমের দ্বারাই সম্ভব। তিনি জানেন মানুষের নজর কীভাবে কাড়তে হয়।

সারাকে নিয়ে তোলপাড় বলিউড

বি-টাউনে এখনও পা রাখেননি। তবুও আজ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি। তবে না তাঁর রিলেশনশিপ নিয়ে আর না তার কেরিয়ার নিয়ে। আলোচনার সৌজন্যে কিন্তু তাঁর বিকিনি পরিহিত ছবি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন কথা বলা হচ্ছে সইফ-তনয়া সারা আলি খানের। সম্প্রতি প্রযোজক বিকাশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর একটি বিকিনি পরা ছবি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে। সেখানে কালো-সাদা বিকিনিতে দেখা যাচ্ছে সইফ কন্যাকে। বেশ কয়েকদিন আগে শোনা যাচ্ছিল বলিউডে তাঁর ডেবিউ হবে নাকি 'স্টুডেন্টস অব দ্য ইয়ার টু' ছবির হাত ধরে। কিন্তু সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এখন আবার শোনা যাচ্ছে সলমনের বোন অর্পিতা খানের স্বামী আয়ুষ শর্মার ছবিতে অভিনয় করে নিজের খাতা খুলতে চান সারা। সেই ছবিতে আয়ুষের বিপরীতেই দেখা যাবে তাঁকে। সারার বিকিনি পরা ছবি ইতিমধ্যে ভাইরাল সোশ্যাল সাইটগুলোতে। যবে থেকে শোনা গিয়েছিলে সইফ কন্যা বি-টাউনে পা রাখতে চলেছেন তবে থেকেই ক্যামেরার নিশানা ছিল তাঁকে ঘিরে। তাঁর পাসোর্নাল লাইফ থেকে পাবলিক জীবন কোনওকিছুই বাদ পড়েনি। তবে তাঁর বিকিনি পরিহিত ছবি ভাইরাল হওয়ার মধ্যে এই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর ফ্যান ফলোয়িংয়ের সংখ্যা

নেহাতই কম নয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ছবি প্রকাশ করেছেন টেলিভিশনের প্রোডিউসার বিকাশ গুপ্তা। যদিও প্রকাশের পরপরেই সারা তাঁর এই ছবি শিফট ডিলিট মেরে দেন কিন্তু তাতে কী, ততক্ষণে তো তা ভাইরালের খাতায় নাম লিখিয়ে নিয়েছে।

শুধুমাত্র যৌনতার জন্য মহিলাদের প্রয়োজন, বললেন চালাপথি

মহিলাদের নিয়ে অনেকেই নানা কথা বলে থাকেন। অনেকে অপমানজনক মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করে। এরকমই মহিলাদের উদ্দেশ্যে খারাপ কথা বলে বিতর্ক তৈরি করলেন চালাপথি। সম্প্রতি 'ভেদুকা চওধাম' ছবির প্রি-রিলিজ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তারকারা। চলতি বছরের মাঝামাঝি মুক্তি পাবে ছবিটি। ওই ছবির একটি ডায়লগ রয়েছে 'মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করে।' তার পরিপ্রেক্ষিতেই চালাপথির কাছে জানতে চাওয়া হয়, মহিলাদের সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন? এর উত্তরে চালাপথি ওই মন্তব্য করেন বলে ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর।

এর আগেও চালাপথি অফস্ক্রিনে এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। সাম্প্রতিক এই মন্তব্যের পর বিভিন্ন মহলে তাঁর সমালোচনা শুরু হয়। ছবির প্রযোজক নাগার্জুন ট্যুইটারে এর প্রতিবাদ করেন। তিনি লেখেন, 'ব্যক্তি জীবনে হোক বা ছবির পর্দায় সব সময় মহিলাদের সম্মান করি আমি। চালাপথি যে মন্তব্য করেছেন তা একেবারেই সমর্থন করি না...।'

'অযোগ্য বলত, মা-বোন তুলে খারাপ কথা বলত'

অমৃতা-সইফ কিস্‌সা

সাম্প্রতিক কেরিয়ারে হিট নেই। তবে ব্যক্তিগত জীবনে বেগম করিনা ও ছেলে তৈমুরকে নিয়ে এখন বেশ সুখেই রয়েছেন সইফ আলি খান। এতদিনে যেন জীবন একটু স্থিতিশীল হয়েছে তাঁর। তা বলে তিনি খবরের শিরোনামে নেই ভাববেন না। সেই ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করে ফের সংবাদ শিরোনামে ছোটে নবাব। জানালেন সেই কারণ। যার জন্য অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছিল তাঁর। যদিও খবরটি এখনকার নয়। ২০০৫ সালের একটি সাক্ষাৎকারে এই কথাগুলি বলেছিলেন তিনি। এখন সেই কথাগুলি ব্যাডপ্যাচের মধ্যেও ফের খবরে এনে দিয়েছে সইফকে।

বাড়ির অমতেই বয়সে প্রায় এগারো বছরের বড় অমৃতাকে বিয়ে করেছিলেন সইফ। তাঁরা দুজন যখন দাম্পত্যজীবন শুরু করেন, তখন অমৃতা একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী। সইফ তখনও স্ট্রাগল করছিলেন। তাঁদের বিয়ে নিয়ে বলিউডে গুজবের অন্ত ছিল না। তবে নানা চড়াই-উতরাই সত্ত্বেও সইফ-অমৃতার বিয়েটা টিকে গিয়েছিল প্রায় ১২ বছরেরও বেশি সময়। ২০০৪ সালে হঠাৎই সামনে আসে দু'জনের বিচ্ছেদের খবর। তা নিয়ে কখনওই সইফ-অমৃতা কেউই মুখ খোলেননি। একটু ভুল হল। সইফ মুখ খুলেছিলেন ২০০৫ সালে। যা এখন প্রকাশ্যে এসেছে। স্বভাব-বিরুদ্ধভাবে সইফ জানিয়েছিলেন যে, অমৃতা নাকি হামেশা তাঁকে 'অযোগ্য' বলে খোঁটা দিতেন। তাঁর মা শর্মিলা ঠাকুর ও বোন সোহা আলি খানকেও নাকি অপমান করেছিলেন তিনি। প্রকাশ্যে তাঁর চেহারা নিয়েও গঞ্জনা দিতেন অমৃতা। এদিকে বি-টাউনের অনেকের দাবি ছিল, সইফের কেরিয়ার, তাঁর জীবন সবকিছুকেই আমূল বদলেছেন অমৃতা।

২০০৪ সালে যখন অমৃতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, তখনও আর্থিকভাবে অতটা ধনী ছিলেন না সইফ। সে-কথা তিনি স্বীকারও করেছেন। কিন্তু তারপরেও বিচ্ছেদের পর ৫ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন অমৃতা। যার মধ্যে প্রায় ২.৫ কোটি টাকা দিয়েওছিলেন তিনি। তা ছাড়াও প্রতি মাসে ছেলে ইব্রাহিম আলি খানের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে দিতেন। যতদিন পর্যন্ত না সে ১৮ বছর বয়স পার হচ্ছে। আবেগঘন সইফ তখন জানিয়েছিলেন, শাহরুখের মতো রোজগার নেই তাঁর। তবে নিজের ছেলে-মেয়ের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত খেটে

যাবেন। তাঁদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করবেন। তাঁদের কখনও দুঃখ দেবেন না বলে পণও করেছিলেন। এছাড়া অভিনেতার দেওয়া বাংলোতেই থাকেন অমৃতা এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা। তা নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও কখনওই আপত্তি জানাননি তিনি। একসময় নিজের সন্তানদের সঙ্গেও দেখা করতে পারতেন না শর্মিলা-পুত্র।

সেই সময় নিজের ইতালিয়ান বান্ধবী রোজার সঙ্গে প্রেম করছিলেন সইফ। কিন্তু সেসব এখন অতীত মাত্র। আজ সব দুঃসময় কেটে গেছে। স্ত্রী করিনা, ছেলে তৈমুরকে নিয়ে এখন তাঁর সোনার সংসার। তবে তখনও অমৃতাকে ধন্যবাদই জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে মানুষ চিনতে, জীবনে কঠিন হতে বাধ্য করার জন্য!

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ৯ জুন ২০১৭

গদর আজ মুক্তি পেলে ৫ হাজার কোটির ব্যবসা করত

বললেন ‘গদর: এক প্রেমকথা’-র পরিচালক অনিল শর্মা

‘বাহুবলী’ ফেনোমেনায় মেতে রয়েছে গোটা দেশ। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও ছড়িয়ে পড়েছে এস এস রাজমৌলির এই মহাকাব্যের বিজয়গাথা। মুক্তির প্রথম দিনেই ঘরে তুলেছিল ৪১ কোটি। প্রথম সপ্তাহেই প্রথম ভারতীয় ছবি হিসাবে ১০০০ কোটির চৌকাঠ পেরিয়ে এখন ১৫০০ কোটি টাকা টপকেও থামেনি মাহিষমতী সাম্রাজ্যের বিজয়রথ।

এখনও বক্সঅফিস কাঁপিয়ে দিচ্ছে প্রভাস, অনুষ্কা, তামান্না, রানা ডাগ্গুবাতির ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’। কিন্তু সেসব জল মেশানো হিসাব একেবারেই মেনে নিতে রাজি নন ‘গদর: এক প্রেমকথা’-র পরিচালক অনিল শর্মা।

‘গদর: এক প্রেমকথা’-র নাম শোনেনি বা দেখেনি এমন ভারতীয় সত্যিই কম আছেন। না হলে সানি দেওলের টিউবওয়েল (হ্যান্ড পাম্প) তুলে নিয়ে মারার দৃশ্য ভোলা ভারতীয় দর্শকের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই ছবির পরিচালকের বক্তব্য, আসলে কোনও রেকর্ডই তৈরি করেনি ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’। সম্প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনিল শর্মার দাবি, ‘সানি দেওল ও আমিশা পটেল অভিনীত গদর সেই সময়ের ব্লকব্লাস্টার হিট হয়েছিল। এটা সম্পূর্ণভাবেই সময়ের উপর নির্ভর করে। গদর আজ মুক্তি পেলে ৫ হাজার কোটির ব্যবসা করত।’ তাঁর অকাট্য যুক্তি, ২০০১ সালে গদর ছবিটি ২৬৫ কোটি টাকা উপার্জন করেছিল। তখন টিকিটের দাম ছিল মাত্র ২৫ টাকা। সেই হিসাব করলে আজকের মূল্যে ছবিটির উপার্জন দাঁড়াত ৫০০০ কোটি টাকায়। যা ‘বাহুবলী’র আয়ের থেকে অনেক বেশি।

তবে বাহুবলীর কৃতিত্বকে খাটো করছেন না তিনি। অনিল আরও জানান, ‘বাহুবলী’ ছবি হিসাবে ভালো। কিন্তু বাহুবলীকে যেভাবে ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে সফল ছবি বলা হচ্ছে, তা কিন্তু একেবারেই নয়। একটা ছবি আরেকটা ছবির রেকর্ড ভাঙবেই। কিন্তু আমার মনে হয় যেভাবে বলা হচ্ছে, এই ছবিই ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে ইতিহাস তৈরি করেছে, তা ভুল।’ কিন্তু কেন অত জোর দিয়ে কথা বলছেন অনিল? আসলে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে তাঁর পরবর্তী ছবি ‘জিনিয়াস’। যা দিয়েই বলিউডে পা রাখবেন অনিলের ছেলে উৎকর্ষ শর্মা। ‘গদর: এক প্রেমকথা’ ছবিতে শিশুশিল্পী হিসাবে সানি-আমিশার ছেলের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল উৎকর্ষকে।

বড় পর্দায় মহাভারত

বাজেট দেড় হাজার কোটি টাকা

ইন্ডিয়ান সিনেমার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ‘বাহুবলী টু’ আর অন্যদিকে রাজামৌলির পরিচালিত ছবির পিছু ধাওয়া করছে আমির খান অভিনীত ছবি ‘দঙ্গল’। ইতিমধ্যে ‘দঙ্গল’কে চিনের মাটিতে পিছনে ফেলে দিয়েছে ‘বাহুবলী’। ‘বাহুবলী’র লাভের পরিমাণ পৌঁছেছে ১৫৭৭ কোটি টাকায়। তবে এই দুই সুপারহিট ব্লকব্লাস্টার ছবির কারিগররা একসঙ্গে ছবি বানালে কেমন হয়? হ্যাঁ, এমনই কিছু কথা টিনসেল টাউনের অলিতে-গলিতে শোনা যাচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে, মহাভারতের গল্প নিয়ে ছবি প্রযোজনা করার পরিকল্পনায় রয়েছেন আমির খান। আর সেই কাজটি করতে তিনি জুটি বাঁধতে চলেছেন রাজামৌলির সঙ্গে। ভারতীয় পুরাণের কাহিনি নিয়ে ছবি তৈরির কথা বরাবরই জানিয়ে এসেছেন মিস্টার পারফেকসনিস্ট।

তবে এবার তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর দঙ্গলের অভিনেতা। ইতিমধ্যে রাজামৌলির সঙ্গে কথাও সেরে ফেলেছেন তিনি। ‘বাহুবলী টু’ রিলিজের পরপরেই দিন সাতেকের ব্যবধানে রাজামৌলি আর আমিরের আলোচনা হয়। আলোচনা ইতিবাচক বলেও জানা গেছে। আলোচনার পর এই বিষয় নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন আমির খানের টিম। বেশ কয়েকদিন আগে আমির রাজামৌলির সঙ্গে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এবার কি তাহলে টিম আমির আর টিম রাজামৌলি মহাভারত নিয়ে আসতে চলেছেন সিলভার স্ক্রিনে? এখন সেই অপেক্ষাতেই গোটা বলিউড পাড়া। তবে তাঁর ছবি ‘দঙ্গল’ আর রাজামৌলির পরিচালিত ছবি ‘বাহুবলী’ কখনওই এক ক্যাটাগরির নয় বলেও জানান আমির। ‘দঙ্গল’ পুরোপুরি অন্য ঘরানার ছবি। যেখানে ‘বাহুবলী’ গল্পকথা বহন করে। ভারতীয় ছবি হিসাবে যে এই ছবি বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হচ্ছে তাতেই খুশি অভিনেতা।

সিনেমায় শাহরুখ ও অরুন্ধতী

একজন বলিউড বাদশা। আর একজন দেশের নামী লেখিকা। শাহরুখ খান এবং অরুন্ধতী রায়। কিন্তু, দুজন এক ফ্রেমে এলেন কী করে? দু’জনের মধ্যে একটি মিল রয়েছে। জানেন, সেটা কী? আসলে দু’জনে এক সঙ্গে একটি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিতে কাজ করেছেন। শুনতে অবাক লাগলেও এটা সত্যি।

লেখিকা হিসাবেই অরুন্ধতী রায়ের মূল পরিচিতি। ১৯৯৭-এ তাঁর লেখা প্রথম বই ‘দ্য গড অব স্মল থিংস’ ফিকশন বিভাগে ম্যান বুকার পুরস্কার জিতে নেয়। কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টি হয়তো অনেকেরই অজানা।

এখনও পর্যন্ত দুটো ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন অরন্ধতী। ১৯৮৯-এর ‘অ্যানি’ এবং ১৯৯২-এ ‘ইলেকট্রিক মুন’। এর মধ্যে ‘অ্যানি’ চিত্রনাট্য ও ইংরেজিতে সেরা ফিচার ছবি হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। এই ছবিতেই অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান। প্রদীপ কৃষেন পরিচালিত এই ত্রিভাষিক ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য ছিল অরুন্ধতীর।

পাশাপাশি রাধা নামের একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন তিনি। তখনও বলিউডে পা রাখেননি শাহরুখ। তাঁর চরিত্র ছিল খুবই ছোট।

গল্প যখন সিনেমা

নামীদামি লেখকের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু পরিচালক ছবি তৈরি করেছেন বি-টাউনে। সেগুলোর মধ্যে কিছু হিটের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে, আবার কিছু হারিয়ে গেছে। তবুও লেখকের কল্পনায় যেসব চরিত্রগুলো হেঁটে-চলে বেরাত সেইসব চরিত্রগুলো প্রাণ পেয়েছেন রুপোলি পর্দায় ছোঁয়ায়। এমনই কয়েকটি গল্পের কথা জানালেন **ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত**।

কাই পো চে: চেতন ভগতের ‘থ্রি মিসটেকস অব মাই লাইফ’ গল্প অবলম্বনে ‘কাই পো চে’ নির্মিত হয়। সুশান্ত শিং রাজপুত, অমিত সাহ এবং রাজকুমার রাও এই গল্পের মূল ভূমিকায় ছিলেন। ছবিটির পরিচালনায় অভিষেক কাপুর। যাঁদের চেতন ভগতের এই গল্পের বই পড়া হয়নি তাঁরা এই সিনেমাটি দেখে গল্পের বইটি তৎক্ষণাৎ কিনে নিয়ে পড়া শুরু করে দেন। ছবি দেখে কিন্তু দর্শকের চোখে-মুখে ছিল না নিরাশার ছাপ। বরং হাততালির বহর ছিল দেখার মতো।

পরিণীতা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘পরিণীতা’ উপন্যাস থেকে তৈরি হয় সিনেমাটি। সইফ আলি খান, বিদ্যা বালন এবং সঞ্জয় দত্ত ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। হিটলিস্টে থাকা ছবিগুলির মধ্যে এটি ছিল একটা।

হায়দর: বিশাল ভরদ্বাজের পরিচালিত ছবি ‘হায়দর’ এক কথায় সুপার-ডুপার হিট। ছবির মুখ্য ভূমিকায় থাকা শাহিদ কাপুরের ফাটাফাটি অভিনয় দর্শকের মন জিতে নেয়। শেক্সপিয়রের ‘হ্যামলেট’ নাটক অনুসরণ করে বিশাল এক অভিনব উপায়ে তাতে প্রাণ দান করেন সেলুলয়েডে।

লুটেরা: ছবির নাম ‘লুটেরা’। এটি ও হেনরি রচিত ‘দ্য লাস্ট লিফ’ নামক গল্পের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি। মূখ্য ভূমিকায় ছিলেন সোনাক্ষী সিনহা এবং রণবীর সিং। লেখকের গল্পের মূল কথা একই রেখে দারুণভাবে ছবিটি উপস্থাপন করেন পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানে। এটি বি-টাউনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবির তালিকায় স্থান পেয়েছে।

গাইড: আর কে নারায়ণের বই ‘গাইড’ অবলম্বনে তৈরি হয় ছবি ‘গাইড’। মূল ভূমিকায় ছিলেন দেব আনন্দ এবং ওয়াহিদা রহমান। বিজয় আনন্দের পরিচালিত এই ছবি আজও বহুল চর্চিত।

পিঞ্জর: ২০০৩ সালে ‘পিঞ্জর’ ছবিটি মুক্তি পায়। মূল চরিত্রে ছিলেন উর্মিলা মাতন্ডকর এবং মনোজ বাজপেয়ী। অমৃতা প্রীতমের লেখা পঞ্জাবি নভেল ‘পিঞ্জর’ গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরি হয়। দেশভাগের সময় হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব নিয়ে তৈরি এই ছবির চিত্রনাট্য।

CINEMA স্পেশাল

চিকেন বিরিয়ানি খেয়েছি বলেলেই পাকিস্তানে যেতে হবে

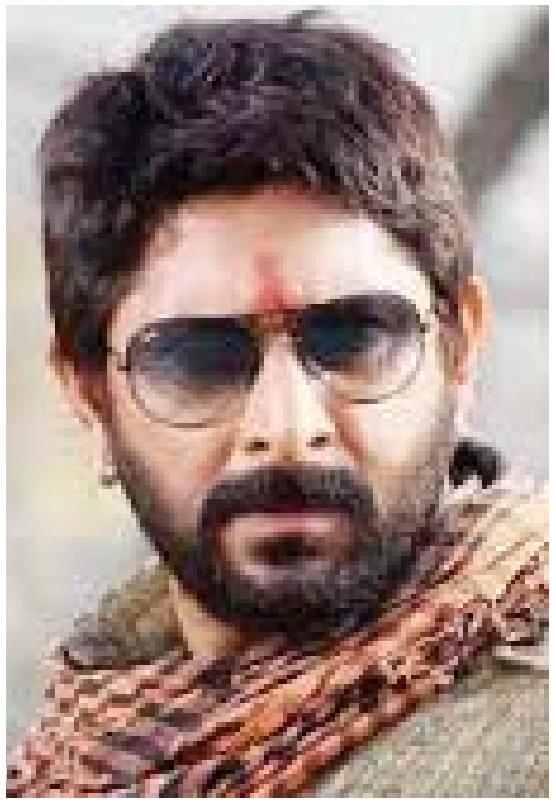

ভয় আরশাদের

প্রত্যেক বছর তাঁর ছবি রিলিজও করে না। ১০০ কোটি ব্যবসাও করে না। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে অনেকেরই পছন্দের অভিনেতা আরশাদ ওয়ারসি। দর্শকরাও বেশ পছন্দ করেন তাঁর অভিনয়। কিন্তু প্রশংসিত অভিনেতা হলেও, সংবাদমাধ্যমের কাছে নিজের মতামত খোলাখুলি প্রকাশ করতে মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না তিনি। সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে পড়ে এমনই মন্তব্য করেন আরশাদ।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেয়ে থেমে তিনি বলেন, ‘দেখুন, এমনকী আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কত নার্ভাস হয়ে পড়েছি আমি। এরকমই, বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আমি বেশ আনকমফর্টেবল বোধ করি।’

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এরপরই এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন আরশাদ ওয়ারসি। তিনি বলেন, ‘আমি যদি কোনওদিন ট্যুইট করি যে আমি লাঞ্চে চিকেন বিরিয়ানি খেয়েছি, তাহলেই আমায় পাকিস্তানে চলে যেতে বলা হবে। আর সেটাই আমার ভয়।’ ট্যুইটারে ট্রোলড বা ব্যঙ্গের শিকার হওয়াকে যে তিনি পদে পদে ভয় করেন সে কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে। তিনি জানান, ‘প্রতিবার কিছু বললেই বাজে ভাবে ট্রোল করা হয়। তাই আমি এসব থেকে দূরে দূরে থাকতেই ভালোবাসি। আর এতেই আমি ভালো আছি।’

মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে আস্থা রেখে শান্তিতে বিশ্বাস করেন আরশাদ ওয়ারসি। তাই মতপ্রকাশ ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঝগড়ার প্রসঙ্গে তিনি শেষে যোগ করলেন, ‘আমি বাড়িতেও ঝগড়া করি না। আমি কাজের জায়গায় তো ঝামেলা করিই না। শ্যুটিং করার সময়ও না। ঝগড়াঝাঁটি ব্যাপারটাই আমার পছন্দ নয়। আমার একটাই নীতি— বাঁচো এবং বাঁচতে দাও।’

CINEMA স্টার টক

ছেলেবেলায় মাকে ঘৃণা করতেন, অকপট প্রতীক

সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে অবশেষে নিজের কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন স্মিতা পাতিলের পুত্র প্রতীক বব্বর। হাতে ছিল কয়েকটি গোনাগুনতি ছবি। ‘জানে তু ইয়া জানে না’ কিংবা ‘ধোবি ঘাট’-এর পর বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন প্রতীক। তিনি নিজেই স্বীকার করে নেন তাঁর ফ্যানেরা যে তাঁকে আজও পছন্দ করে সেটা সোশ্যাল সাইট দেখেই বোঝা যায়। মাঝের বেশ কয়েকটা বছর তিনি কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এবার তাঁর আশা সব বাধা কাটিয়ে তিনি আবার স্বমহিমায় ফিরতে পারবেন। কিছু ছবির প্রস্তাবও এসেছে তাঁর হাতে। ছোট থেকে একটু ইনট্রোভার্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের থাকাটা খুব একটা পছন্দ করতেন না। নিজের মধ্যেই থাকাই ছিল তাঁর একটা দিক। এমনই কিছু কথা তুলে ধরলেন অভিনেতা। তবে এখন এই হাইপ্রোফাইল লাইফস্টাইলে সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকাটা খুবই জরুরি বলে মনে করেন তিনি। তাই ধীরে ধীরে বাকি দুনিয়ার সঙ্গে কী করে যোগাযোগ রাখতে হয়, কী করে ফ্যানেদের সঙ্গে মিশতে হয় তা শিখছেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছাশক্তি হলেও প্রবল অনীহা থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে বোঝান এগুলোর ইমপর্টেন্টি। সম্প্রতি সাবট্যান্স অ্যাবিউজের লড়াই নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন প্রতীক বব্বর। তবে এই সাহসটা অনেকের থাকে না বলেই মনে হয়। প্রতীক নিজেই তুলে ধরলেন তার সেই অন্ধকার জীবনের কথা। একটা সময় তিনি শুধু মদ বা ড্রাগসের কথাই ভাবতেন। যারা তাঁকে আনকন্ডিশনালি ভালোবাসেন তাদের তিনি কখনওই ঠকাতে চাননি। মনে হয়েছিল একটা সময় সবাই যেন তাঁর জীবনের এই সত্যিটা জানে। আর সেটা করতে পেরে তিনি আজ খুব খুশি। জীবনের এই লড়াইয়ের মাঝে বেছে নিলেন একটা বাংলা ছবি। আর তার হাত ধরেই শুরু করতে চলেছেন তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস। প্রতীক জানান, খুব ভেবেচিন্তে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যে সময় সৌরভ চক্রবর্তী এই প্রস্তাবটা দেন সে সময় তিনি কিছুই করছিলেন না। ‘ইশাক’ ছবির পর তাঁর মধ্যে আসে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। আদৌ অভিনয় করবেন কি না তাই নিয়ে বেশ ধন্দে দিন কাটছিল তাঁর। তবে স্ক্রিপ্ট শুনলেন। গল্প তাঁর পছন্দ হল। মা এবং বাবা দু’জনের কথাই চিন্তা করলেন। দু’জনেই তো বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাই তিনিও ভাবলেন এই সুযোগ কাজে লাগালে কেমন হয়। আর তাই প্রথম বাংলা ছবি ‘অরণী’র জন্য সম্মতি জানিয়ে দিলেন। ছবিটা করার আগে থেকেই তিনি অন্ধকার জীবনের যাত্রী ছিলেন। আসলে তিনি কোনওদিনও অভিনেতা হতে চাননি। শুরুতে ভেবেছিলেন ক্রিকেটার হবেন। তারপরেই বদ অভ্যাসগুলো কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে নিল তাঁকে। পরে মনে হল রকস্টার হবেন। কিন্তু সেটাও যেন হল না। টিন-এজ থেকেই ধরে ফেলেছিলেন ড্রাগের নেশা। পরে রিহ্যাবে যেতে হয়েছিল তাঁকে। ওখান থেকে বেরোনোর পর দিদা বলেছিলেন, বাড়িতে সময় নষ্ট না করে কাজ করতে। প্রহ্লাদ কক্কর তাঁদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। ওর সঙ্গে কাজ করা শুরু করেন। কয়েকটা বিজ্ঞাপনে কাজ, তারপরেই ‘জানে তু ইয়া জানে না’ ছবি। ক্যামেরার সামনে তাঁর ভালোই লাগত। রক্তে অভিনয় ছিল তাই এটা আরও ভালো করে উপভোগ করতেন। কিন্তু আবার সেই অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করে নিল। ছবি চলল না। সম্পর্ক ভেঙে গেল। নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। তারপর দিদা মারা যান। চারপাশে কী হচ্ছিল বুঝতে পারছিলেন না। নেশায় পুরোপুরি নিজেকে নিমজ্জিত করে ফেলেছিলেন। দিদার মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। জীবনের বিভ্রান্তি থেকে বেরোতে চাইছিলেন তিনি। নিজেকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা ন’মাসের মেথড অ্যাকটিংয়ের কোর্স করলেন। তখনই জীবনটা ফিরে পান নতুন করে আবার। এমনই কিছু স্বীকারোক্তি করে ফেললেন প্রতীক বব্বর। তিনি আরও বলেন, অ্যাকটিংয়ের গুরু তাঁর ওপর ভরসা রেখেছিলেন। তিনিই তাঁকে নতুন করে বাঁচতে শেখান। গত কয়েক বছরের তুলনায় এখন অনেকটাই ভালো আছেন তিনি। দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বদলেছে। সুস্থ শরীর আর মন এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিবাচক চিন্তা করতে শিখেছেন। ব্যর্থতা দেখেছেন বহুবার। ভুল বারবার করেছেন। তিনি জানেন এখন যতই চেষ্টা করেন এক মুহূর্ত পুরো পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। নিজের মধ্যে ভালোভাবে বাঁচার খিদে তৈরি করতে পেরেছেন প্রতীক। মা ছিলেন সুপারস্টার। তবুও মা-বাবার ওপর রাগ ছিল প্রতীকের বরাবর। এ বিষয়ে তিনি যা বললেন, ছোটবেলায় টিভিতে মায়ের ছবি দেখলেই খেপে উঠতেন। মায়ের ছবি ভেঙে ফেলতেন। ১০ থেকে ১১ বছর বয়স অবধি মাকে ঘৃণা করতেন। তারপর টিনএজে একটু একটু করে মায়ের ছবি দেখতে শুরু করেন। মাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায় তাঁর। মায়ের ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হন তিনি। সব মেনে নিতে শিখলেন। তবে এখনও মনে রয়েছে প্রচুর প্রশ্ন আর দ্বন্দ্ব। অনেক মিথ্যে। সত্যিটা খোঁজার চেষ্টা করছেন প্রতীক। সকলে আশা করত ছেলে মায়ের মতো হবে। বাবা তো থেকেও ছিল না। সকলে ভাবত তিনি স্টারকিড। অথচ স্টারকিডের মতো তাঁর জীবন সুখকর ছিল না।

বুন্দেস লিগায় এবার মহিলা রেফারি বিবিয়ানা স্টেইনাস

বুন্দেস লিগায় এবার মহিলা রেফারি। নাম বিবিয়ানা স্টেইনাস। সম্প্রতি জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বিবিয়ানা স্টেইনাসের নাম ঘোষণা করেছে। ২০১৭-১৮ মরসুম থেকেই রেফারির দায়িত্ব পালন করতে দেখা যাবে তাঁকে। এমন ঘোষণা নিঃসন্দেহে অন্যান্য নারীদের রেফারি হতে উৎসাহ জোগাবে।

৩৮ বছর বয়সি বিবিয়ানা স্টেইনাস তিনি শুধু ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি একজন পুলিশ অফিসারও। গত ছয় বছর ধরেই জার্মানির দ্বিতীয় সারির লিগে রেফারির ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। এখনও পর্যন্ত জার্মানিতে ৮০টি ম্যাচে রেফারিং করিয়েছেন। এবার বুন্দেস লিগায় রেফারি হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হলেন তাঁর। এতে দারুণ রোমাঞ্চিত স্টেইনাস।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের সকলের জন্যই একটা স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। রেফারির ভূমিকা পালনের জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। পুরুষ কিংবা মহিলা প্রত্যেক্যের জন্যই বুন্দেসলিগায় রেফারির দায়িত্ব পালন করাটা অনেক বড় স্বপ্ন।'

২০০৫ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচে রেফারিং করিয়ে আসছেন স্টেইনাস। ২০১১ সালের মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এছাড়া ২০১২ মহিলা অলিম্পিক ফুটবলের আসরেও ম্যাচ অফিসিয়াল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। আগামী ১ জুন মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন স্টেইনাস। ফাইনালে লিও মুখোমুখি হবে পিএসজির। জার্মান লিগে আগামী মরসুমে রেফারির দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়েই ইতিহাস গড়বেন স্টেইনাস।

ডব্লিউডব্লিউই রিং মাতাচ্ছেন একজন ভারতীয়, কে তিনি?

মার্কিন মুলুকে রেসলিংয়ে ভারতীয় মানেই গ্রেট খালি। এখন তিনি নেই। গ্রেট খালির বদলে WWE-এর রিংয়ে মাতাচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জিন্দার। বেশ ভালো লড়াই করেন জিন্দার। চেহারাও বেশ ভালো। গ্রেট খালির পর মহারাজা জিন্দার মহল ডব্লিউডব্লিউই চ্যাম্পিয়ন হলেন। ব্যাকল্যাশে র‍্যান্ডি ওর্টনকে ধরাশায়ী করে কোমরে স্বপ্নের বেল্ট তুললেন ইন্দো-কানাডিয়ান জিন্দার।

কানাডায় জন্ম নেওয়া জিন্দারের আসল নাম যুবরাজ সিং ধেসি। রিংয়ে তাঁকে জিন্দার মহল, রাজ ধেসি, রাজ সিং ও টাইগার রাজ সিং নামেই ডাকা হয়। যদিও জিন্দারের ভারতীয় হওয়া নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আদতে একজন পঞ্জাবি।

দেশের হয়ে ডব্লিউডব্লিউই-তে একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র খালি। তারপরেই এই নজির গড়লেন জিন্দার। খালি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২০০৭-এ। ডব্লিউডব্লিউই-র সিইও ভিন্সে ম্যাকমোহন চাইছেন রেস্টলিংয়ের দুনিয়ায় ভারতীয় দর্শকদের টানতে। খালি অবসর নেওয়ার পর দ্বিতীয় একজনকেই খুঁজছিলেন তিনি। অবশেষে জিন্দারের দেখা পেলেন তিনি। মাঝে অনেকটা সময় কেটে গেল।

চুটিয়ে প্রেম করছেন ভুবনেশ্বর, সঙ্গে ডেটিং

দশম আইপিএল শেষ। চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বেস্ট বোলার (পার্পল ক্যাপ) হয়েছেন হায়দরাবাদের ভুবনেশ্বর কুমার। গোটা আইপিএল-এ তাঁর শিকার ২৬টি উইকেট। পুরস্কার স্বরূপ ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

তবে আইপিএল-এ উইকেট শিকারের পাশাপাশি মাঠের বাইরেও তিনি এখন শিকার করতে শিখে গিয়েছেন। তবে সেটা উইকেট নয়, অন্যকিছু। এইটুকু বলা যেতে পারে তিনি আর সিঙ্গল নেই। ভুবি নাকি এক বাঙালি অভিনেত্রীর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন। ডেটিংয়েও যাচ্ছেন। কে ওই নায়িকা? তিনি তেলুগু নায়িকা অনুস্মৃতি সরকার। জল্পনা আরও বেড়েছে। গত ১১ মে আইপিএল চলাকালীন ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন ভুবনেশ্বর কুমার। যে-ছবি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে উলটোদিকের চেয়ারে কেউ রয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কেটেই শুধু নিজের ছবি পোস্ট করেন ভুবি। সঙ্গে লেখেন 'ডিনার ডেট। পুরো ছবি দ্রুত আসছে'। যা দেখে সংশয় আরও বেড়ে যায়। সকলেই ধরে নিয়েছে উলটোদিকের চেয়ারে ছিলেন অনুস্মৃতিই। আগেও এই বিষয়টা অস্বীকার করেছিলেন তিনি। এদিনও স্বীকার করেননি। এরপর ভুবনেশ্বর ইনস্টাগ্রামেই লেখেন, 'তার সঙ্গে ডেটিং করার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যে। এটা জেনে নিন, আপনারা যার কথা ভাবছেন সেটা ও নয়। দয়া করে এই সব ছড়াবেন না। আমি নিজেই যখন সময় আসবে জানিয়ে দেব।' তাহলে কি ওই পাশের সিটে অন্য কোনও মহিলা? না ভুবি মিথ্যে বলছেন?

নামের রহস্য ফাঁস ওয়াশিংটন সুন্দরের

আইপিএল হল এমন একটি মঞ্চ, যেখানে সারা বিশ্বের কাছে ভারতীয় তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা তাঁদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পান। ইতিমধ্যেই সঞ্জু স্যামসন, রাহুল ত্রিপাঠি, রিশভ পন্থরা তাঁদের ক্রিকেটের জাত চিনিয়েছেন গোটা বিশ্বের কাছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। তবে এই কাহিনি একটু অন্যরকম। এমন ক্রিকেটার যিনি দশম আইপিএল-এ একটি ম্যাচ খেলেই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। তিনি ওয়াশিংটন সুন্দর। কারণ একটাই। তাঁর নামটি। এরকম নাম আগে তো কখনও শোনা যায়নি। বস্তুত এরকম নাম যে হতে পারে তাই যেন ভাবা যায় না। তাই গোড়া থেকেই তাঁকে নিয়ে হাজারও আলোচনা। এতদিনে জানা গেল তাঁর নামের রহস্য।

দশম আইপিএল শেষ। উঠতি ক্রিকেটার হিসাবে বেশ পরিচিতিও পেয়েছেন ওয়াশিংটন। এছাড়া সবচেয়ে কম বয়সে আইপিএলে খেলার নজিরও গড়ে ফেলেছেন। তবে এ কেমন নাম? নাম শুনলেই চমকে যাওয়ার জোগাড়। তবে নামের রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। ফাঁস করলেন সুন্দরের বাবা এম সুন্দর। আসলে এই নামের নেপথ্যে রয়ে গিয়েছেন একজন প্রাক্তন সেনা। তাঁর নাম ছিল পিডি ওয়াশিংটন। এম সুন্দর জানাচ্ছেন, এ ঘটনা তাঁর যুবক বয়সের। সে সময় তিনিও ক্রিকেট খেলতেন। আর ওই প্রাক্তন সেনা তাঁদের খেলা দেখতে আসতেন। তখন বেশ গরিবই ছিলেন সুন্দররা। প্রাক্তন ওই সেনা তাঁকে সব ধরনের ক্রিকেটের সরঞ্জাম কিনে দিতেন। ছেলের মতো ভালোবাসতেন। ১৯৯৯ সালে তিনি মারা যান। আর তারপরই এম সুন্দরের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। তাই প্রাক্তন ওই সেনাকে সম্মান জানাতে তাঁর নামেই তিনি ছেলের নাম রাখেন। সেই ছেলেকেই আইপিএল-এ দুরন্ত পারফর্ম করার দৌলতে এখন চিনছে গোটা বিশ্ব।

তবে খেলার আগে থেকেই তাঁর নাম নিয়ে গোটা বিশ্বের কৌতূহল ছিল। সে কৌতূহল এতদিনে মেটালেন তাঁর বাবা।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৯ জুন ২০১৭

কিছুদিন আগেও ছিলেন হোটেলের ওয়েটার, এখন আইপিএল চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দশম আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন দল। এই নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হ্যাটট্রিক করে ফেলেছে নীতা আম্বানির দল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মানেই তো বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের দল। রোহিত শর্মার মতো প্রতিভাবান। কায়রন পোলার্ডের মতো ধ্বংসাত্মক অলরাউন্ডার। লসিথ মালিঙ্গার মতো দুর্দান্ত বোলার। অথচ, প্রতিভা থাকলে, এমন চাঁদের হাঁটেও দিব্যি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে কেউ কেউ। কুলওয়ান্ত খেজরোলিয়াই যেমন।

তবে কুলওয়ান্ত ক্রিকেটার হওয়ার পিছনে রয়েছে চোখে জল এনে দেওয়ার মতো কাহিনি। জীবন শুরু করেছিলেন ওয়েটার হিসাবে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। গোয়ার একটি হোটেল ওয়েটারের কাজ করতেন কুলওয়ান্ত। তবে তিনি চিরকাল হোটেলের ওয়াটার হওয়ার জন্য জন্মাননি তা তাঁর এক বন্ধু বুঝতে পারেন। তিনিই কুলওয়ান্তকে ক্রিকেট খেলতে উৎসাহ দেন।

এরপর কুলওয়ান্ত চলেও যান দিল্লিতে। এলবি শাস্ত্রী ক্লাবে যোগ দেন। ওখান থেকেই উঠে এসেছেন গৌতম গম্ভীর, নীতিশ রানা, উন্মুক্ত চাঁদের মতো ক্রিকেটার। কুলওয়ান্ত অবশ্য বাড়িতে বলেন, আমেদাবাদে একটি কাজ পেয়েছেন তিনি, তাই সেখানে যাচ্ছেন। এলবি শাস্ত্রী ক্লাবে তিনি কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজের হাতে পড়েন। আর তারপর বদলে যায় তাঁর জীবন। আজ ২৫ বছরের এই বাঁ-হাতি পেসার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে খেলেছেন আইপিএল-এ। তার আগে দিল্লির হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে নিয়মিত ভালো পারফর্ম করেছেন।

এবারের আইপিএলে কোনও ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর। কিন্তু হোটেলের ওয়েটারের চাকরি করা মানুষটা যদি আইপিএল ফাইনাল খেলা দলের সদস্য হয়, বলুন তো তাঁর জীবনের গৌরব কি কম নাকি?

কে বলতে পারে, এটাই হয়তো হয়ে থাকবে কুলওয়ান্তের সাফল্যের টার্নিং পয়েন্ট।

রং চটে যাচ্ছে বলে রিও অলিম্পিকের অ্যাথলিটরা পদক ফিরিয়ে দিচ্ছেন

এখনও এক বছর পূর্তিও হয়নি। তারমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে রিও অলিম্পিক ঘিরে। আর সবচেয়ে বড় কথা বিতর্ক কিন্তু রিও অলিম্পিকের পদক নিয়ে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। পদক নিয়ে বিতর্ক।

২০১৬ অলিম্পিকের পদকে ধরা পড়েছে খুঁত। রং চটে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে পদকের গায়ে কালো কালো ছোপ। আর এর জেরে আয়োজকদের পদক ফিরিয়ে দিচ্ছেন অ্যাথলিটরা।

১৩০টিরও বেশি পদক ইতোমধ্যেই ফেরত দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগই ব্রোঞ্জ পদক। শুধু অলিম্পিকের পদক নিয়েই এই কাণ্ড ঘটেছে তা নয়। প্যারা অলিম্পিকেও ঘটেছে। ব্রাজিলিয়ান মিন্ট তৈরি করেছিল ২০১৬ রিও অলিম্পিক এবং প্যারা অলিম্পিকের পদক। অলিম্পিক আয়োজক কমিটির মুখপাত্র আন্দ্রাদা জানিয়েছেন, 'ত্রুটি বা খুঁত দেখে দেওয়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। সাধারণত এ ধরনের ঘটনা ঘটে হাত থেকে পদক পড়ে গেলে বা যত্ন করে তা না রাখলে। যেখানে ক্ষতি হয়েছে সেই অংশে কালো দাগ দেখা দেয় তখন। আরও একটি কারণে পদকের রং চটে যাওয়া বা বদলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। অতিরিক্ত ঠান্ডায় দীর্ঘ সময় ধরে পদক থাকলে ক্ষতি হয়। তবে এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন খুব কম অ্যাথলেটই।'

আন্দ্রাদা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে প্রথম অভিযোগ আসে গত বছর অক্টোবরে। কিন্তু তাঁর মতে, 'এটা ব্যতিক্রমী কোনও ঘটনা নয়। এমনটা হতেই পারে। ২ হাজার ৪৮৮টি পদক তৈরি হয়েছিল অলিম্পিকের জন্য। প্যারা অলিম্পিকের জন্য আরও ১০০টি বেশি পদক তৈরি হয়েছিল।'

রোহিতের জীবনের কঠিনতম ছ'মাস কীভাবে কাটল? জানালেন তাঁর স্ত্রী

রোহিত শর্মা ভারতের হয়ে শেষ খেলেছিলেন ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে। বিশাখাপত্তনমে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করার সময় ড্রাইভ দিতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তারপর ৬ মাস আর মাঠে নামতে পরেননি রোহিত শর্মা। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটল এক্কেরারে চ্যাম্পিয়নের মতো। দশম আইপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁর অধিনায়কত্বে চ্যাম্পিয়ন হল। আর একসঙ্গে রোহিত শর্মার রাজকীয় প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু কী ভাবে কেটেছে এতগুলো মাস? কেউই জানতেন না। যন্ত্রণার ছ'মাস দেখেছেন শুধু সামনে থাকা তাঁর কাছের মানুষগুলো। দেখেছেন কী যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক। কিন্তু কেমন ছিল তার আগের সময়টা। ফাঁস করে দিলেন রোহিত শর্মার স্ত্রী। ট্যুইট করে জানিয়েছেন কীভাবে নিজের সঙ্গেই এতদিন লড়াই চালিয়েছেন রোহিত। ট্রফি হাতে রোহিতের সঙ্গে পোজও দিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফার্স্ট লেডি। রিতিকা সাজদে ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'শুধু অধিনায়ক হিসাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে চ্যাম্পিয়ন করেছ তেমনটা নয়। আমি সামনে থেকে দেখেছি গত ৬ মাস কী কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছ আর সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। খুব দ্রুত এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরেছ।'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ও ওডিআই সিরিজে খেলতে পারেননি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দুটো টেস্টে খেলতে পারেননি। এর পরই চিকিৎসার জন্য লন্ডনে উড়ে যান তিনি।

রিতিকা লেখেন, 'মানসিকভাবে কতটা শক্ত তুমি, তা আমি জানি। তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত। তোমাকে ও তোমার দলকে অনেক শুভেচ্ছা কাপ আবার ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য।'

চোখে জল নিয়ে বন্ধুর জন্য কবর খুঁড়লেন বোল্ট

মারা গেছে বন্ধু। চোখে-মুখে কষ্ট। গাঁইতিটা একবার উঠছে, একবার নামছে। চোখটা তখনও ভিজে। গতিমানব কাঁদছেন। উসেইন বোল্ট কবর খুঁড়ছেন। বিদায় জানাচ্ছেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে।

গত ২০ এপ্রিল এক পার্টি থেকে ফেরার পথে জামাইকায় বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান অলিম্পিক্স রুপোজয়ী হাইজাম্পার জার্মেইন মেসন। জামাইকার হয়ে পদক জিতলেও পরে তিনি গ্রেট ব্রিটেনে চলে যান। রবিবার জার্মেইনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। যেখানে শোকস্তব্ধ বোল্টকে দেখা যায় কেঁদে ফেলতে। এরপর বন্ধুর কফিনবাহক হিসাবে দেখা যায় তাঁকে। তার আগে পোর্টল্যান্ডে বন্ধুর জন্য কবর খুঁড়েছিলেন তিনি। আবেগে কখনও মুখোশের আড়ালে লুকোতে দেখা যায়নি বোল্টকে। কিন্তু এ ভাবে কাঁদতে বোধহয় কোনও দিন কেউ দেখেনি এই কিংবদন্তি অ্যাথলিটকে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সবার আগে সেখানে হাজির হয়েছিলেন বোল্ট। জার্মেইনকে চির বিদায় জানাতে এসেছিলেন আসাফা পাওয়েল থেকে শুরু করে নেস্তা কার্টাররা।

জার্মেইনের সঙ্গে বোল্টের বন্ধুত্ব অনেক দিনের। ৩৪ বছর বয়সি এই অ্যাথলিট জামাইকা থেকে চলে যান গ্রেট ব্রিটেনে। যে-দেশের হয়ে তিনি অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করেন। জানা গিয়েছে, মৃত্যুর আগে বোল্টের সঙ্গে কোনও 'গোপন প্রোজেক্টে' কাজ করছিলেন জার্মেইন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই প্রোজেক্ট আর শেষ করা হল না তাঁদের।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
শুক্রবার, ৯ জুন ২০১৭

পরিশ্রম করে ব্যর্থতাগুলো দূর করতে হবে: সানিয়া

খেলাতে হার-জিৎ থাকবেই। অথবা মাঝে মাঝে প্লেয়ারদের ফর্ম একরকম থাকে না। কিন্তু তাই বলে কখনও হেরে গেলে মনখারাপ করে বসে থাকলে চলবে না। সেই হার থেকেই পরের ম্যাচে জেতার জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, এমনটাই মনে করেন টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জা। পাশাপাশি তিনি এটাও মনে করেন ভালো পারফর্ম করার জন্য ভালো কোর্টেরও প্রয়োজন রয়েছে। যেমন তাঁর মনে হয় ইউরোপের ক্লে কোর্ট তাঁর খেলার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। খেলতে গিয়ে নানান রকম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তবে তিনি এটাও বলেন যে একজন প্লেয়ারকে যে কোনও পরিস্থিতিতে খেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সমস্তরকম প্রতিকূলতা কাটিয়ে যদি একজন প্লেয়ার জিততে পারে তবে সেই জেতার আনন্দটাই অন্যরকম।

এই মুহূর্তে তিনি উইম্বলডন নিয়ে বেশ আশাবাদী। সেখানে নিজের সেরাটা উজার করে দিতে চান বলেই জানান সানিয়া। এখন ডাবলসে সানিয়া জুটি বেঁধেছেন ইয়ারোস্লাভা শ্বেদোভার সঙ্গে। দু'জনের প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে। নতুন এই জুটি বেশ কয়েকবার জিতেছে। আবার কয়েকবার হেরেওছে। সেই হার বা ব্যর্থতা তাঁদের মানসিক দিক থেকে আরও শক্ত করে তুলেছে বলে জানান সানিয়া। পাশাপাশি সাফল্য পাওয়ার জেদটাও যেন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তাঁর মতে, 'যত বেশি পরিশ্রম করা যাবে ততই ভালো। কোনও ম্যাচে হারলে হারের কারণগুলো বুঝে পরিশ্রম করে সেই ব্যর্থতাগুলো দূর করতে হবে। নিজেকে তত ভালো তৈরি করা যাবে।' স্লাভাও একজন পরিশ্রমী প্লেয়ার বলে মনে করেন সানিয়া। ফলে তাদের জুটিটা বেশ ভালোয় হয়েছে বলে তাঁর মত।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'অনেকদিন আগে থেকেই 'স্লাভা'র সঙ্গে পরিচয় রয়েছে। ২০০৭-এ ওর প্রথম ডাব্লুটিএ সিঙ্গলস খেতাব জেতার পথে বেঙ্গালুরু ওপেনের সেমিফাইনালে আমাকে হারিয়ে দিয়েছিল স্লাভা। সে-বছরই উইম্বলডনে জিতে হারের বদলা নিয়েছিলাম। আমরা ডাবলসেও বেশ কয়েকবার খেলেছি। তখন স্লাভা ছিল আমার প্রতিপক্ষ। ২০১৫-এ চার্লস্টনে গ্যারিগুয়েজের সঙ্গে জুটি বেঁধে কোয়ার্টার ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছিল স্লাভা আমাদের বিরুদ্ধে। আমার সঙ্গী ছিল মার্টিনা হিঙ্গিস। ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে আমরা জিতেছিলাম সে বার। আমরা তার পরে চার্লস্টনে চ্যাম্পিয়ন হই আর ডাবলসে বিশ্বসেরা র‍্যাংকিংয়ে পৌঁছে যাই আমি। মার্টিনা আর আমি

শ্বেদোভা-ডেলাকুয়াকে ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালেও হারিয়েছি। তবে স্লাভা আমাদের বিরুদ্ধে বদলা নিতে পেরেছিল গত বছর উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে। টিমিয়া বাবোসের সঙ্গে জুটিতে।'

তবে দু'জনে একসঙ্গে খেলেছেন ২০১১-র ওয়াশিংটন ডাব্লুটিএ ডাবলস-এ। তখন দু'জনে জয়ও পেয়েছিলেন। আর সেই কারণেই উইম্বলডনে একসঙ্গে খেলে জিততে পারবেন বলে মনে করছেন সানিয়া। এখানেই শেষ নয় স্লাভা'র উপর তিনি এতটাই ভরসা করছেন যে দু'জনে ভালো পারফর্ম করলে রোলাঁ গ্যারোঁর লাল মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন বলে মনে করছেন। তবে শুধু স্লাভার উপর ভরসা করলেই চলবে না, নিজের পারফরম্যান্সের দিকেও নজর দিতে হবে বলে জানান সানিয়া।

মিক্সড ডাবলসে সানিয়ার পছন্দ ক্রোয়েশিয়ার ইভান ডডিজকে। এই জুটিতে খুব বেশি সাফল্য না পেলেও গত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং ২০১৬-র ফরাসি ওপেনে এবং ২০১৭-র অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রানার্স হয়েছেন। এবার লক্ষ্য গ্র্যান্ড স্লাম জেতার।

সবশেষে তিনি জানান, 'এই খেলায় যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও কিছু ঘটে যেতে পারে। নিশ্চিত করে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। শুধু নিজের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কোর্টে নামতে হবে এবং সেরাটা দিতে হবে। তবেই সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

মরসুম শেষে হতাশ সোনি, আক্ষেপ সঞ্জয় সেনেরও

চলতি মরসুমে এক পয়েন্টের ব্যবধানে আইলিগ হাতছাড়া হয় জেজে-ডাফিদের। একই চিত্র ধরা পড়ে রবিবারের ফেডকাপ ফাইনালেও। বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে জগন্নাথদেবের শহরেই ভারতসেরার ট্রফি ফেলে আসতে হয় বাগান ফুটবলারদের।

দল ভালো করেও হোঁচট খেতে হয়েছে। সে সোনি থাক বা কাতসুমি থাক। আই লিগ এবং ফেডারেশন কাপ, দুটোই হাতছাড়া হয়েছে মোহনবাগানের। আই লিগের পরে ফেডারেশন কাপ, জোড়া বিপর্যয় হয়েছে। এর ফলে সবুজ-মেরুন অন্দরমহলের ছবিটাই সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

হতাশ সোনি বলেছেন, 'তিন বছরের মধ্যে এটাই আমাদের সেরা দল ছিল। তা সত্ত্বেও মরসুম শেষ করলাম কোনও ট্রফি না পেয়ে। আই লিগ হাতছাড়া করেছিলাম মাত্র এক পয়েন্টের জন্য। ফেডারেশন কাপ জিতলে সেই যন্ত্রণা হয়তো একটু কমত।' ফেডারেশন কাপে দুর্দান্ত শুরু করেও ফাইনালে মুখ থুবড়ে পড়ার কারণ কী? সোনি-র ব্যাখ্যা, 'এক-একটা দিন আসে, যে দিন কোনও কিছুই সঠিক হয় না। ফেডারেশন কাপ ফাইনালে আমাদের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। কেন যে এ রকম হল তার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। এটা দুর্ভাগ্যই।' সঙ্গে যোগ করলেন, 'খারাপ লাগছে সমর্থকদের জন্য। ওদের একটা ট্রফি দিয়ে মরসুম শেষ করার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল।' সেই সঙ্গে সোনি দাবি করলেন, 'লিগ ও ফেডারেশন কাপে আমরাই ছিলাম সেরা দল। কিন্তু দুটো টুর্নামেন্টেই দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলাম।'

আগামী মরসুমের দল নিয়েও জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। আইএসএলে না খেললে চার বিদেশিরই সবুজ-মেরুন ছাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। জেজে লালপেখলুয়া, বলবন্ত সিংহ-দের মতো ভারতীয় তারকারাও চলে যেতে পারেন অন্য ক্লাবে। সংশয় বাড়ছে কোচের ভবিষ্যৎ নিয়েও।

জেজে বলেন, 'আমরা প্রচণ্ডভাবে হতাশ এই পারফরম্যান্সের জন্য। সদস্য-সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতেই মাঠে নামি আমরা। কিন্তু কালকে কোনও ভাবেই ভালো খেলতে পারেনি দল। মোহনবাগানের সদস্য-সমর্থকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। চ্যাম্পিয়ন্স লাকের প্রসঙ্গও উঠে আসে এই মিজো ফুটবলারের গলায়। তিনি বলেন, 'চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ভালো পারফরম্যান্সের সঙ্গে ভাগ্যও থাকা প্রয়োজন। যেটা এই মরসুমে আমাদের সঙ্গে একদমই ছিল না।'

সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'খেলাধুলোয় ট্রফিই শেষ কথা বলে। তা না পেলে ভালো পারফরম্যান্সের কোনও মূল্যই নেই। তবে আমার টিম ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে। তার পরেও ট্রফি এল না। খারাপ তো লাগবেই। সারা বছর ভালো খেলেও আসল দুটো ম্যাচে দল ব্যর্থ।'

বেঙ্গালুরু টানা চার বছর ট্রফি পেল। দু'বার আইলিগ এবং দু'বার ফেডারেশন কাপ। মোহনবাগান এবার ট্রফি পেলে আপনার কোচিংয়ে হ্যাটট্রিক হয়ে যেত। সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'ট্রফি জেতায় বেঙ্গালুরু এফসি অবশ্যই ধারাবাহিক। তবে এও মানতে হবে, ওদের যা পরিকাঠামো, সেটা ভারতের অন্য কোনও ক্লাবে নেই। এই যে ওরা এএফসি কাপের কথা মাথায় রেখে ফুটবলারদের চুক্তি বাড়িয়ে রেখেছে। ক্লাবের প্রয়োজনে অন্য কোনও টুর্নামেন্টে ফুটবলারদের না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সঠিক পদক্ষেপ। মোহনবাগানে তো সকলের চুক্তি ৩১ মে পর্যন্ত। এরপর নতুন টিম তৈরি হবে। যদিও মোহনবাগানও চেষ্টা করছে টিম ধরে রাখার। কিন্তু এখানে ফুটবলাররা কখন আসবে, কখন যাবে ঠিক থাকে না। এটা কোচের কাছে চাপের।'

তা হলে কী বাগানের গোড়াতেই গলদ রয়েছে মোহনবাগানের? সঞ্জয়ের বক্তব্য, 'একেবারেই সেটা বলছি না। কর্তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। আসলে একটা ভালো স্পনসরেরও প্রয়োজন। বেঙ্গালুরুকে অর্থ নিয়ে ভাবতে হয় না। কিন্তু এই ক্লাবকে তা নিয়ে অহরহ চিন্তা করতে হয়। সেইগুলো তো অস্বীকার করার জায়গা নেই।'

অতীতে এরকম সাফল্য তো দুই প্রধানের কোনও কোচের নেই। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'সেগুলো কী আর কেউ দেখে! পরিসংখ্যানবিদদের কাছে খবর নিলে জানবেন, আমার কোচিংয়ে সবচেয়ে কম গোল খেয়েছে মোহনবাগান। ঘরের মাঠে আমাদের সাফল্যও অনেক বেশি। তবু ট্রফি না পেলে এমনই পরিসংখ্যানগুলির কোনও মূল্য থাকে না।'